আলোচ্য বিষয় –
সাংখ্য সৎকার্যবাদ

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Dept. of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya

ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণ সম্পর্কে দুটি প্রধান মতবাদ আছে। যথা –

ক) সৎকার্যবাদ

এবং খ) অসৎকার্যবাদ

সৎকার্যবাদ :-

যে মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে তাকে বলা হয় সৎকার্যবাদ। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দর্শন সম্প্রদায় কার্য-কারণ সম্পর্কে সৎকার্যবাদের সমর্থক।

সাংখ্য মতে, কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতি হল জগতের মূল কারণ এবং উৎপত্তির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। জগৎ হল প্রকৃতির পরিণাম বা অভিব্যক্তি।

সৎকার্যবাদের সপক্ষে সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি :-

পণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্য কারিকায়' সৎকার্যবাদের প্রতিপাদক যুক্তিগুলি সূত্রাকারে নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করেছেন:

'অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম।।'

উক্ত সূত্রটিতে পাঁচটি যুক্তির উল্লেখ আছে। যথা –

১) অসদকরণাৎ, ২) উপাদানগ্রহণাৎ, ৩) সর্বসম্ভবাভাবাৎ,

৪) শক্তস্য শক্যকরণাৎ এবং ৫) কারণভাবাৎ।

নিম্নে সৎ কার্যবাদের সপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করা হল -

১) অসদকরণাৎ :-

সাংখ্য মতে, কার্য যদি কারণের মধ্যে অসৎ হয়, তাহলে শত চেষ্টাতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না।যা অসৎ তাকে কোনোভাবেই সৎ করা যায় না, অর্থাৎ উৎপন্ন করা যায় না। তাই বলা হয় কার্য সৎ।

উদাহরণ:- সাংখ্য মতে, বালুকাতে তৈল অসৎ, তাই শত চেষ্টাতেও বালুকা পেষণ করে তৈল উৎপাদন সম্ভব হয় না। কাজেই, মানতে হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে সৎ।

এ প্রসঙ্গে ন্যায় দার্শনিকগণ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন- উৎপত্তির পূর্বে কার্য যদি সৎ হয় তাহলে কারণ-ব্যাপারের অর্থাৎ নিমিত্তকারণের প্রয়োজন হয় কেন ?

এই আপত্তির সমাধানে বাচস্পতি বলেন যে, কার্যটি স্বীয় উপাদানকারণে সৎ হলেও তা সুক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, কারণ-ব্যাপারের দ্বারা অর্থাৎ নিমিত্তকারণের দ্বারা সেই সূক্ষাবস্থা স্থূলতা প্রাপ্ত হয়।

২)উপাদানগ্রহণাৎ:-

'উপাদান' শব্দের অর্থ 'কারণ' আর 'গ্রহণ' শব্দের অর্থ 'কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ'। 'উপাদানগ্রহণাৎ' অর্থে 'কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ। সাংখ্য মতে, কারণের সঙ্গে কার্যের এক বিশেষ সম্বন্ধ – 'উভয়বৃত্তিত্বের সম্বন্ধ' আছে। কার্য ও কারণের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে উপাদানগত তাদাত্ম্য থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হলে, উপাদানকারণ ও কার্যের মধ্যে উপাদানগত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কাজেই, কার্যকারণ সম্বন্ধের উভয় বৃত্তিত্বের জন্য উৎপত্তির পূর্বে কার্যকে সৎ-রূপে মানতে হয়।

এই দ্বিতীয় যুক্তি প্রসঙ্গে ন্যায় দার্শনিকগণ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন- উপাদান কারণে অসৎ-এমন কার্যের উৎপত্তি হবে না কেন? অর্থাৎ কারণ ও কার্যকে দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে না কেন?

উক্ত প্রশ্নোত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ তৃতীয় যুক্তি দিয়েছেন –

৩) সর্বসম্ভবাভাবাৎ:-

উপাদানকারণের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে, যে-কোনো কার্যের উৎপত্তি যে-কোনো কারণ থেকে সম্ভব হবে এবং তাতে কারণ-ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হবে। যদি কারণের সঙ্গে কার্যের বিশেষ সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ) স্বীকার না করে কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে কোন কারণ থেকে কোন্ কার্য উৎপন্ন হবে, তার কোনো ব্যবস্থা (নিয়ম) থাকবে না। কিন্তু বস্তুত এমন অব্যবস্থা হয় না। কাজেই বলতে হয় যে 'কার্যং সৎ'।

এই তৃতীয় যুক্তি প্রসঙ্গে ন্যায় দার্শনিকগণ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন-

কারণের মধ্যে কার্যকে অসৎ বললেও অব্যবস্থা হবে না যদি কারণের মধ্যে কার্য উৎপাদনের এক শক্তি স্বীকার করা হয় অর্থাৎ যদি বলা হয়-কার্য কারণে অসৎই, তবে কারণের মধ্যে এক কার্য-জননশক্তি থাকে যার জন্য কার্যটি উৎপন্ন হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ এই আপত্তির উত্তরে সৎকার্যবাদের প্রতিপাদক চতুর্থ যুক্তি উল্লেখ করে বলেছেন -

৪) শক্তস্য শক্যকরণাহ:-

পূর্বপক্ষীরা (নৈয়ায়িকরা) কার্যকে কারণে 'অসৎ' বলে কারণের মধ্যে যে শক্তির উল্লেখ করেছেন তার আশ্রয় কী। এই শক্তি কি সব কারণেই থাকে অথবা বিশেষ কোনো কারণে থাকে ? যদি বলা হয় যে, এঐ শক্তি সব কারণেই থাকে, তাহলে অব্যবস্থা দেখা দেবে। তাহলে, দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করে বলতে হবে-ওই শক্তি বিশেষ কোনো কারণে থাকে এবং কারণভেদে শক্তিরও ভেদ হয়।কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল- কার্য জননশক্তির সঙ্গে বিশেষ কার্যটির সম্বন্ধ আছে অথবা নেই? 'সম্বন্ধ নেই'- এমন বলা যায় না।কাজেই বলতে হয় যে, 'কার্যং সৎ'।

৫) কারণভাবাৎ:-

কার্য কারণভাবাপন্ন। কার্য ও কারণ স্বরূপত অভিন্ন। কারণের রূপান্তর বা অভিব্যক্তিই হচ্ছে কার্য। কারণ কার্যরূপে পরিণত বা অভিব্যক্ত হয়। কার্য সর্বদা তার উপাদান কারণের সঙ্গে তাদাস্থ্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে। কার্য সর্বদাই কারণাত্মিক হয়। কার্য ও কারণ স্বরূপত অভিন্ন হলে মানতে হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ 'কার্যং সৎ'।

পূর্বপক্ষীরা (নৈয়ায়িকরা) এখানে আপত্তি করে বলতে পারেন-কার্য ও কারণ অভিন্ন হলে তাদের দ্বারা একই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, যা বাস্তবত হয় না। ঘটের দ্বারা জল গ্রহণ করা গেলেও মৃৎপিণ্ডের দ্বারা তা সম্ভব নয়। পটের দ্বারা লজ্জা নিবারিত হলেও তত্ত্বর দ্বারা তা সম্ভব নয়।

এই আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি বলেন, কার্য ও কারণ স্বরূপত অভিন্ন হলেও তারা আকারগতভাবে ভিন্ন। কার্য কারণের পরিণাম বা অভিব্যক্তি। 'কার্যোৎপত্তি' অর্থে 'নতুনের আরম্ভ' নয়, 'কার্যোৎপত্তি' অর্থে 'সূক্ষ্মাবস্থার স্থূলতা প্রাপ্তি', বা অপ্রকটিত অবস্থার প্রকাশ। ভাষ্যকার বাচস্পতি 'কুর্মের (কচ্ছপের) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ও তিরোভাবের' দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

কাজেই সাংখ্য-সিদ্ধান্ত হল- 'কার্যং সৎ' অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

ধন্যবাদ